পবিত্র কোরআনে হযরত যুলকিফল(আঃ)

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ”পবিত্র কোরআনে হযরত যুলকিফল(আঃ)”

যুল্‌কিফ্‌ল

زَا ا لْكِفْلِ

তাফহিমুল কুরানের ব্যখ্যা

যুলকিফল এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে “ভাগ্যবান” এবং অর্থ হচ্ছে মাহাত্ম ও পরকালীন সওয়ারের দৃষ্টিতে ভাগ্যবান।পার্থিব স্বার্থ ও লাভের দৃষ্টিতে নয়। এটি সংশ্লিষ্ট মনীষীর নাম নয় বরং তার উপাধী।কোরআন মজীদে দু’জায়গায় তার কথা বলা হয়েছে। দু’জায়গায়ই তাকে এ উপাধির মাধ্যমে স্মরণ করা হয়েছে, নামের সাহায্যে নয়।

মুফাসসিরগণ তিনি (যুলকিফল)বাইবেলে বর্ণিত হিজকিইল নবী বলে মনে করেন।বাইবেলে হিযকিইল সহিফাটি পড়লে মনে হয় যথার্থই এ আয়াতে তার যে প্রশংসা করা হয়েছে তিনি তার হকদার অর্থাৎ ধৈর্যশীল ও সৎ কর্মপরায়ন।

যেরুযালেম শেষবার ধ্বংস হবার আগে বখতে নসরের হাতে যারা গ্রেফতার হয়েছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন।

বখনে নসর ইরাকে ইসরাইল্য কয়েদীদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল খাবুর (কাবার) নদীর তীরে এর নাম তেলআবীব।

এ স্থানেই ৫৯৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে হযরত হিযকিইল নবুওয়াতের মর্যাদায় অভিসিক্ত হন। তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর। অবিশ্রান্তভাবে ২২ বছর ধরে তিনি একদিকে বিপদগ্রস্ত ইসরাঈলীদেরকে এবং অন্যদিকে জেরুসালেমের গাফেল ও অস্থির বিহ্বল অধিবাসী ও শাসকদেরকে সজাগ করার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

এ মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার নিষ্ঠা ও আত্মনিমগ্নতা অবশ্য প্রণিধানযোগ্য।

একটি ঘটনা থেকে এ বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে। নবুওয়াতের নবম বছরে তার স্ত্রী যাকে তিনি নিজেই “নয়নের প্রীতি পাত্র” ইন্তেকাল করেন। লোকেরা শোক প্রকাশের জন্য তার বাড়িতে জমায়েত হয়। এদিকে নিজের মানসিক যন্ত্রণা ও শোকের কথা বাদ দিয়ে নিজের সম্প্রদায়কে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে থাকেন। এ আযাব সে সময় তাদের মাথার উপর ঝুলছিল। (২৪ঃ ১৫–২৭) বাইবেল যিহিস্কেল পুস্তক এমন একটি পুস্তক যা পড়ে মনে হয় সত্যি এটি আল্লাহর কালাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আম্বিয়া

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৮৫

(85) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ

আর (স্মরণ কর) ইসমাঈল(আঃ),ইদরীস(আঃ),এবং যুলকিফল(আঃ) এর কথা তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৮৬

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ (86)

এবং তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম, তারা ছিলেন সৎ কর্মপরায়ন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সোয়াদ

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ৪৮

وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ
الْأَخْيَارِ (48)

স্মরণ কর ইসমাঈল(আঃ),আল ইয়াসা’আ(আঃ) ও যুলকিফলের(আঃ)কথা, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন উত্তম।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা আল্লাহর ‘উত্তম দাস’, ‘ধৈর্যশীল’ ‘যোগ্য’ ও ‘পূন্যবান’ হই।তাহলেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের দাখিল করবেন তার ‘রহমতের’ মধ্যে।আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……